সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
- সিস্টেম এনালিস্ট/ সিনিয়র প্রোগ্রামার
- প্রোগ্রামার
- মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
- সঃমেঃ ই-১/ সঃমেঃই-২
- নথি

ডাইরি নং ০১
তারিখ ২১/০৬/২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

মে ২০২২ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১২ জুন ২০২২
সময় : সকাল: ০৯.৩০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নম্বর-৮২১)
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট - ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা** ১৮ মে'২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।	বিগত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।	উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
২.	**অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:** **মে'২২ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি** (নিম্নের সারণি দ্রষ্টব্য)		
	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ: যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, মে'২২ মাসে ১টি মামলা রুজু হওয়ায় বর্তমানে চলমান বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০৬টি। এর মধ্যে ২টি মামলার শুনানী শেষে গত ২৭.০২.২০২২ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। অপর ১টি মামলায় ২য় কারণ দর্শনোর নোটিশের জবাব নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। ১টি মামলায় বাধ্যতামূলক অবসর দন্ড প্রদানের বিষয়ে সরকারি কর্মকমিশন এর মতামত চেয়ে গত ১৭.০৫.২০২২ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে, অদ্যবধি জবাব পাওয়া যায়নি। ১টি মামলায় গত ১১.০৪.২০২২ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। অপর ১টি মামলায় গত ২৯.০৫.২০২২ তারিখ অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়েছে, জবাব পাওয়া যায়নি। তদন্তাধীন মামলার তদন্ত প্রতিবেদন যথাসময়ে দাখিলের জন্য সভাপতি তদন্ত কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন।	চলমান বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকল্পে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং তদন্ত কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) / সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা
	সওজ অধিদপ্তর: সওজ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান, সওজ অধিদপ্তরে বর্তমানে কোনো বিভাগীয় মামলা চলমান নেই। মামলা দায়ের হলে নিয়ম অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	মামলা দায়ের হলে নিয়ম অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	বিআরটিএ: বিধি-বিধান অনুযায়ী মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এপ্রিল ২০২২ মাসে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ১১টি। মে ২০২২ মাসে ১টি বিভাগীয় মামলা রুজু হয় এবং কোন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ১২টি। উক্ত ১২টি বিভাগীয় মামলার মধ্যে আদালতে ১টি ও দুদকে ৬টি মামলা চলমান থাকায় চূড়ান্ত আদেশ/সিদ্ধান্ত অপেক্ষমান রয়েছে এবং ১টি বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে, সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। ০৩টি বিভাগীয় মামলা তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে অভিযুক্তদেরকে ২য় কারণ	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)

মে'২২ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি

দপ্তর/সংস্থার নাম	এপ্রিল'২২ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	মে'২২ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				বিবেচ্য মাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
				চাকরিচ্যুতি /বরখাস্ত	দণ্ড	অব্যাহতি	মোট	
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৫	০১	০৬	-	-	-	-	০৬
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	-	-	-	-	-	-	-	-
বিআরটিএ	১১	০১	১২	-	-	-	-	১২
বিআরটিসি	৩০	০৮	৩৮	-	০৮	০১	০৯	২৯
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	৪৫	১০	৫৬	-	০৮	০১	০৯	৪৭

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	দর্শনোর নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। গত ৩০.০৫.২০২২ তারিখে বিভাগীয় মামলার অভিযুক্তের নিকট অভিযোগানামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়েছে।		
	বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, এপ্রিল'২২ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ৩০টি। মে'২২ মাসে ৮টি মামলা রুজু এবং ৯টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ২৯টি। নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত ও তদন্তাধীন পর্যায়ে যে সকল মামলা রয়েছে সেগুলোর তদন্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে পরামর্শ প্রদান করেন।	বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। তদন্তাধীন মামলার তদন্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

৩. **<u>আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা</u>**

মে'২২ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:

দপ্তর/সংস্থার নাম	এপ্রিল'২২ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	মে'২২ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সওজ অধিদপ্তর	৩৮৭০	০	৩৮৭০	৭	৭	০	৩৮৬৩
বিআরটিএ	২৭৮	৪	২৮২	০	০	০	২৮২
বিআরটিসি	৯৪	০	৯৪	১	১	০	৯৩
ডিটিসিএ	০৪	০	০৪	০	০	০	০৪
মোট	৪২৪৬	০৪	৪২৫০	৮	৮	০	৪২৪২

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ক) উপসচিব (আইন) জানান, হালনাগাদকৃত ১০০টি কনটেম্পট মামলার মধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯২টি, বিআরটিএ'র ৪টি, বিআরটিসি'র ৩টি এবং ডিটিসিএ'র ১টি। মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে দপ্তর/সংস্থা ও আইনবীজীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। কনটেম্পট মামলাগুলো সতর্কতা ও গুরুত্বের সাথে দেখা এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যথাসময়ে আদালতে উপস্থাপন ও নিয়মিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সংস্থা প্রধান ও এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন। (খ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত সকল মামলার তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে। মোট মামলার সংখ্যা ৩৮টি। মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(ক) কনটেম্পট মামলাগুলো সতর্কতা ও গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যথাসময়ে আদালতে উপস্থাপন ও নিয়মিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে (খ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/চেয়ারম্যান, (বিআরটিএ/ বিআরটিসি) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) উপসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	সওজ অধিদপ্তর: (ক) প্রধান প্রকৌশলী সওজ অধিদপ্তর জানান, মে'২২ মাসে ৭টি মামলা নিষ্পত্তি এবং কোনো মামলা রুজু না হওয়ায় বর্তমানে সওজ অধিদপ্তরের মামলার সংখ্যা ৩৮৬৩ টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনজীবীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত আছে। মামলার কার্যক্রম পরিচালনা ও দেখভাল এবং আদালতের জিপি ও পিপিদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য প্রতিটা সড়ক বিভাগের ১ জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে পরামর্শ প্রদান করেন। বকেয়া মামলা কমিয়ে আনার জন্য প্রজেক্ট শেষে PCR এর সাথে দেনা-পাওনা বকেয়া বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক/নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক প্রত্যয়ন প্রদান এবং MB book যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তৎপরতার সাথে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং নিয়মিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। (ক) (২) মামলার কার্যক্রম পরিচালনা ও দেখভাল এবং আদালতের জিপি ও পিপিদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য প্রতিটা সড়ক বিভাগের ১ জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। (ক) (৩) প্রজেক্ট শেষে PCR এর সাথে দেনা-পাওনা বকেয়া বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক/নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক প্রত্যয়ন প্রদান এবং MB book যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	(খ) উপসচিব (আইন) জানান, বকেয়া দাবীর বিষয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ছক মোতাবেক সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর হতে তথ্য সংগ্রহের কাজ অব্যাহত রয়েছে। ছক মোতাবেক সকল তথ্য প্রাপ্তির পর প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। আগামী আগস্ট'২০২২ মাসের মধ্যে কমিটির প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সভায় গরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) বকেয়া দাবীর বিষয়ে গঠিত কমিটি আগামী আগস্ট' ২০২২ মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে। (গ) ভোলা সড়ক বিভাগ	উপসচিব (আইন)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, ভোলা সড়ক বিভাগের ৪৪৮/২০২০ (রীট পিটিশন নং-৮০৪১/২০১৯ হতে উদ্ভূত) বিষয়ে আইনজীবীর নিকট ১৮.৫.২০২২ তারিখ নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ভোলা সড়ক বিভাগ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ করেছেন। এষ্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় থেকে ২৮.০৫.২০২২ তারিখ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য পুনরায় তথ্য প্রেরণ করেছেন।	সংশ্লিষ্ট কনটেম্পট নম্বর ৪৪৮/২০২০ (রীট পিটিশন নম্বর ৮০৪১/২০১৯ হতে উদ্ভূত) বিষয়ে আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ এবং আদালতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও জবাব যথাসময়ে দাখিল করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	(ঘ) উপসচিব (আইন) জানান, বেইলী ব্রীজের ক্ষতিসাধন সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি বিধায় নতুন কোনো মামলা রুজু করা হয়নি। আগের ২৮টি মামলা নিয়মিত ফলোআপ করা হচ্ছে।	(ঘ) বেইলী ব্রীজের ক্ষতিসাধন ও ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনায় যথাযথ প্রক্রিয়ায় মামলা করতে হবে এবং মামলাগুলো ফলোআপ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, এপ্রিল'২২ পর্যন্ত মামলা ছিল ২৭৮টি। মে ২২ মাসে ৪টি মামলা রুজু ও কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ২৮২। মামলাগুলো নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন উপদেষ্টাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। মামলার কার্যক্রম পরিচালনা ও দেখভাল এবং জিপি ও পিপিদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য ১ জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ ও মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) মামলার কার্যক্রম পরিচালনা ও দেখভাল এবং জিপি ও পিপিদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য ১ জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)
	বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, এপ্রিল'২২ মাস পর্যন্ত বিআরটিসি'র অনিষ্পন্ন মামলা ছিল ৯৪টি। মে'২২ মাসে ১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৯৩টি। নিষ্পত্তিকৃত মামলাটির রায় সরকারের পক্ষে এসেছে। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য আইনবীজীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। মামলার কার্যক্রম পরিচালনা ও দেখভাল এবং আদালতের জিপি ও পিপিদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার লক্ষ্যে ১ জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) মামলার কার্যক্রম পরিচালনা ও দেখভাল এবং জিপি ও পিপিদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য ১ জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ উপসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন মামলা রয়েছে ০৩টি (০১টি কনটেম্পট, ২টি রীট)। কনটেম্পট মামলাটি শুনানীর জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে। ২টি রীট মামলার মধ্যে ০১টি শুনানীর জন্য অপেক্ষাধীন ও অপর মামলার Wokalatnama আদালতে দাখিল করা হয়েছে। মামলার কার্যক্রম পরিচালনা ও দেখভাল এবং আদালতের জিপি ও পিপিদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য ১ জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং মামলার কার্যক্রম পরিচালনা ও দেখভাল এবং আদালতের জিপি ও পিপিদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য ১ জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ উপসচিব (আইন)

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০১	-	-	০১	-	০১	-	০১
সওজ অধিদপ্তর	৭৩৬৮	১১৪৮	৫৬১০	৬১০	৭১	৭৪৩৯	৩১	৭৪০৮
বিআরটিসি	১২৩২	১৭৮	৯৬৩	৯১	-	১২৩২	৫	১২২৭
বিআরটিএ	৩৬৪	১৩৬	২২৮	-	-	৩৬৪	-	৩৬৪
ডিটিসিএ	১১	০৩	০৮	-	-	১১	-	১১
ডিএমটিসিএল	৬	০৪	০২	-	-	০৬	-	০৬
মোট	৮৯৮২	১৪৬৯	৬,৮১১	৭০২	৭১	৯০৫৩	৩৬	৯০১৭

অডিট শাখার তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল'২২ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৮৯৮২টি। মে'২২ মাসে ৭১টি অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত এবং ৩৬টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৯০১৭টি।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) অবহিত করেন: (ক) (১) এ বিভাগের ১টি খসড়া অডিট আপত্তি পিএ কমিটিতে উত্থাপনের নিমিত্ত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। গত ০৯.০২.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পিএ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া পিএ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত ৪টি তদন্ত কমিটির মাধ্যমে ৪ টি অনুচ্ছেদের বিষয়ে তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয় সিলেট সড়ক বিভাগ সংশ্লিষ্ট আপত্তির বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের জমাকৃত প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, অন্য ৩টি তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। পিএ কমিটির অনুশাসন বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) এর সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) এ বিভাগের ১টি খসড়া অডিট আপত্তি পিএ কমিটিতে উত্থাপনের নিমিত্ত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) গত ০৯.০২.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পিএ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) এর সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভার আয়োজন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	(খ) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ অব্যাহত আছে। চলতি মাসে ০৪টি সভা আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রসংগে সভাপতি প্রতিমাসে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অব্যাহত রাখার পরামর্শ প্রদান করেন এবং সভার কার্যবিবরণী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়। একই সাথে অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রেরণের পর অডিট অধিদপ্তরের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের মধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি করার জন্য প্রতিটি দপ্তর/সংস্থায় ১ জন করে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(খ) (১) প্রতিমাসে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে এবং এবং সভার কার্যবিবরণী দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। (খ) (২) অডিট আপত্তির বিষয়গুলো দেখভাল করার জন্য প্রতিটি দপ্তর/সংস্থায় ১ জন করে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে এবং উক্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) /নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(গ) বিভাগ, সার্কেল, জোন পর্যায় হতে অডিট আপত্তির সংখ্যা যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রত্যয়নসহ সওজ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত অডিট আপত্তি সংখ্যার সঠিকতা নিরুপণের জন্য পরিবহন অডিট অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(গ) সওজ অধিদপ্তর এর মাধ্যমে যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রাপ্ত অডিট আপত্তি সংখ্যার সঠিকতা নিরুপণের জন্য পরিবহন অডিট অধিদপ্তরে সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	
	(ঘ) সিনিয়র সহাকরী সচিব (অডিট) জানান, বিআরটিএ'র অগ্রিম অডিট আপত্তি নিয়ে আগামী ২৭.০৬.২০২২ তারিখে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় প্রয়োজনীয় প্রমাণক ও তথ্যাদি উপস্থাপন এবং আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশের জন্য সর্বাত্বক প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন।	(ঘ) আগামী ২৭.০৬.২০২২ তারিখে ত্রি-পক্ষীয় সভায় প্রয়োজনীয় প্রমাণক ও তথ্যাদি উপস্থাপন এবং আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশের জন্য সর্বাত্বক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	(ঙ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র ২০১৭-২০ অর্থবছরের ১৭টি এবং নারায়ণগঞ্জ বাস ডিপোর ০৫ টিসহ মোট ২২টি সাধারণ অডিট আপত্তির জবাব অডিট অধিদপ্তর প্রেরণ করা হয়েছে।	(ঙ) সাধারণ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের জন্য অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	(চ) আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা'র ২০২০-২১ অর্থবছরের AIR (Serious Financial Irregulation) হিসেবে চিহ্নিত অগ্রীম আপত্তিসমূহের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা ছিল। ইতোমধ্যে ডি.ও পত্রে উল্লিখিত সময় অতিবাহিত হয়েছে। বিআরটিএ ও সওজ অধিদপ্তরের বেশ কিছু জবাব পাওয়া যায়নি। আগামী ১৬.০৬.২০২২ তারিখের মধ্যে সওজ অধিদপ্তর ও বিআরটিএ হতে AIR ভুক্ত আপত্তিসমূহের জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(চ) ১৬.০৬.২০২২ তারিখের মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের AIRভুক্ত SFI হিসেবে চিহ্নিত আপত্তিসমূহের ব্রডশীট জবাব এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান (সকল)
	(ছ) সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট), জানান, DUTP প্রকল্পের ৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে মতামত যাচাই-বাছাইয়ের নিমিত্ত অবলোপন সংক্রান্ত কমিটির ১ম সভা ০৮.০৬.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অবলোপন প্রস্তাবগুলো প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন করে দ্রুত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ছ) DUTP প্রকল্পের ৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তির অবলোপন সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিষয়ে যাচাই-বছাই সম্পন্ন	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		করে সুপারিশ দ্রুত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	
	(জ) ডিএমটিসিএল আওতায় বাস্তবায়নাধীন এমআরটি লাইন-৬ এর অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ফাপাডের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(জ) ডিএমটিসিএল লাইন-৬ এর ৬টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ফাপাডের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	(ঝ) সিনিয়র সহাকারী সচিব (অডিট) জানান, সিভিল অডিটের সওজ অধিদপ্তরের ৬টি আপত্তির (২০১২-১৩ অর্থবছরের অনুচ্ছেদ ০৩,০৪ ও ০৭, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের অনুচ্ছেদ ০৫ এবং ২০১৪-১৬ অর্থবছরের অনুচ্ছেদ ০১ ও ০২) জবাব পাওয়া যায়নি। সওজ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ করে জবাব সংগ্রহ করে দ্রুত অডিট অধিপ্তরে প্রেরণের জন্য সভায় গরুত্বারোপ করা হয়।	(ঝ) সিভিল অডিটের ৬টি আপত্তির জবাব আগামী ১৬.০৬.২০২২ তারিখের মধ্যে সওজ অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/চেয়ারম্যান, বিআরটিএ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)
	(ঞ) সিনিয়র সহাকারী সচিব (অডিট) জানান, পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব) হিসেবে একজন উপসচিব এর প্রেষণ আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তিনি এখনও যোগদান করেননি। দ্রুত যোগদানের জন্য উক্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করার বিষয়ে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	(ঞ) প্রেষণে পদায়নকৃত পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব) এর দ্রুত যোগদান নিশ্চিতকল্পে উক্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)

৫. **পেনশন কেইস:**

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা		বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিস্পত্তি	অবশিষ্ট অনিস্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সওজ কর্মকর্তাদের পেনশন কেইস)		১	-	১	-	১	দীর্ঘ পেন্ডিং
		২৫	-	২৫	১	২৪	সাময়িক পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	১ম - ৯ম গ্রেড	১১	১৪	৩	১১		
	১০ম - ২০তম গ্রেড	-	১৫	১৫	-		
বিআরটিসি		২৭৭	৬	২৮৩	০ (আংশিক ১)	২৮৩	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ		-	-	-		-	
ডিটিসিএ		-	-	-	-	-	
মোট		৩১৪	২৪	৩৩৮	১৯	৩১৯	

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ: (১) উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন) জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ১টি পেনশন কেইসের (জনাব খালেকুজ্জামান) অডিট সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। এছাড়া, সাময়িক পেন্ডিং ২৫টি পেনশন কেইসের মধ্যে বিবেচ্য মাসে ১টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২৪টি অডিট শাখা হতে অডিট রিপোর্ট পাওয়া সাপেক্ষে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, উক্ত কর্মকর্তাদের একাধিক অডিট আপত্তি রয়েছে। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত রিপোর্ট প্রদান সম্ভব হচ্ছেনা। সওজ অধিদপ্তর হতে জবাব না পাওয়ায় ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন এবং অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। সওজ অধিদপ্তর হতে দ্রুত জবাব প্রেরণের জন্য তৎপর হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। (২) স্থগিত থাকা ০৯ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে ৩ জন কর্মকর্তার পেনশন আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রত্যয়ন প্রদানের জন্য এ বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির সভা ১২.০৪.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ইতোমধ্যে ১টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তি করা হয়েছে।	(১) (ক) জনাব খালেকুজ্জামান এর খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পিএ কমিটিতে উত্থাপনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (১) (খ) সাময়িক পেন্ডিং পেনশন কেইস নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং পেনশন কেইস সম্পর্কিত বিশেষ ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের জন্য জবাব প্রেরণ করতে হবে। (২) বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্থগিত থাকা পেনশন কেইস নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)/ সি:স: সচিব (অডিট)
খ. সওজ অধিদপ্তর: মে ২০২২ মাসে ৩টি পেনশন কেইসের আবেদন আসায় এবং ৩টি পেনশন কেইসের কার্যক্রম নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে পেনশন কেইসের সংখ্যা ১৪টি। এছাড়া, ১০-২০ তম গ্রেডের ১৫টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অগ্রাধিকার বিবেচনা করে অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলী, সওজ'কে অনুরোধ জানান।	অগ্রাধিকার বিবেচনা করে অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	গ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতি মাসে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধ করা হচ্ছে। মে'২২ মাসে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন বাবদ ২ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। আগামী মাসে ২ কোটি টাকা পরিশোধ করা হবে।	ধারাবাহিকতা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্রাচ্যুইটি ও বকেয়া পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঘ. বিআরটিএ: বিআরটিএ হতে জানানো হয়েছে, মে'২২ মাসে পেনশন কেইস নিষ্পত্তির কোন আবেদন পাওয়া যায়নি। তবে উক্ত মাসে ০১ জন সহকারী পরিচালক (ইঞ্জি:) ও ০১ জন উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) এর অনুকূলে অবসর আদেশ, পিআরএল ও লাম্পগ্র্যান্ট মঞ্জুর করা হয়েছে।	পেনশন কেইস পাওয়া গেলে তা দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ এর ওপর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ১৭.০১.২০২২ তারিখ ভেটিং প্রদান করা হয়েছে। খসড়ায় অর্থের সংশ্লেষ থাকায় গত ২৪.০২.২০২২ তারিখে সম্মতি/অনাপত্তি প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগক কর্তৃক গত ১৩.০৪.২০২২২ তারিখ কতিপয় তথ্য প্রদানের জন্য এ বিভাগকে অনুরোধ করে। অর্থ বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী গত ১৮.০৫.২০২২ তারিখে তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে। সম্মতি/অনাপত্তির বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ এর ওপর সম্মতি/অনাপত্তির বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (সম্পত্তি/আইন)/ সহকারী সচিব (বিআরটিএ)
	খ. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন - ২০১৩ এর আওতায় বিধিমালা ২০২২ প্রণয়ন: উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) জানান, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রণীত খসড়া "সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড বিধিমালা-২০২২" এর ওপর অর্থ বিভাগের মতামত প্রদানের জন্য গত ২৫.০৫.২০২২ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হলে, অর্থ বিভাগ হতে ০৭.০৬.২০২২২ তারিখে মতামত পাওয়া যায়, যা পর্যালোচনা করা হচ্ছে।	মতামত পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (স.র.ত.ব)/ উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ)
	গ. বিআরটি বিধিমালা ২০২২ প্রণয়ন: উপসচিব (বিআরটি) জানান, খসড়া বিআরটি বিধিমালা ২০২২ এর ওপর ২৪.০২.২০২২ ও ১৬.০৫.২০২২ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার মতামত চাওয়া হয়। ০৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার মতামত পাওয়া গিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডার হিসেবে সওজ অধিদপ্তরের মতামত পাওয়া যায়নি। মতামতের আলোকে খসড়া প্রস্তুত করা হচ্ছে। সওজ অধিদপ্তরের মতামত দ্রুত প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বিআরটি বিধিমালা ২০২২ এর খসড়ার ওপর সওজ অধিদপ্তরের মতামত দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা-বিআরটি/উপসচিব (বিআরটি)
	ঘ. মহাসড়ক আইন ২০২১ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, 'মহাসড়ক বিধিমালা-২০২২' এর খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে মহাসড়ক আইন ২০২১ প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ইতোমধ্যে কয়েকটি সভা করেছেন। খসড়া প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	'মহাসড়ক বিধিমালা-২০২২' এর খসড়া প্রণয়নের কাজ শেষ করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	ঙ. টোল নীতিমালা হালনাগাদ করণ: সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় বিভিন্ন সেতুতে টোল আদায় করা হচ্ছে। এছাড়া, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়কে (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) টোল আদায় কর্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে এবং পর্যায়ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়সমূহ টোল আদায়ের আওতায় আনা হবে তাই পূর্বের টোল নীতিমালা ২০১৪ হালনাগাদ করা প্রয়োজন মর্মে সভাপতি জানান। এ বিষয়ে সওজ অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা হতে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন।	টোল নীতিমালা ২০১৪ হালনাগাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
৭.	<u>বৃক্ষরোপণ :</u> (ক) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ অধিদপ্তর জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ রেলওয়ে এর সড়ক, মহাসড়ক, ফিডার রোড ও প্রান্তিক জমিতে বন বিভাগ কর্তৃক সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক নবায়ন বিষয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রদত্ত মতামত পর্যালোচনার বিষয়ে গত ২২/০৫/২০২২ তারিখে অতিরিক্ত সচিব, অনুবিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর সভাপত্তিতে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ল্যান্ডস্কেপিং অনুযায়ী বৃক্ষরোপনের গাইডলাইন প্রস্তুত করার জন্য আলোচনা হয়। আগামী ০২ মাসের মধ্যে ল্যান্ডস্কেপিং অনুযায়ী বৃক্ষরোপনের গাইডলাইন প্রস্তুতের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) আগামী ০২ মাসের মধ্যে ল্যান্ডস্কেপিং অনুযায়ী বৃক্ষরোপনের জন্য গাইডলাইন প্রস্তুত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)/ নির্বাহী বৃক্ষপালনবিদ, সওজ
	(খ) উপসচিব, সওজ নন-গেজেটেড শাখা হতে জানানো হয়েছে, বন বিভাগ কর্তৃক সওজ অধিদপ্তরের জায়গায় বৃক্ষরোপণের বিষয়ে সওজ এর মতামত/সুপারিশের উপর ২২.০৫.২০২২ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী অনুমোদিত হলে উহার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	(খ) বন বিভাগ কর্তৃক সওজ অধিদপ্তরের জায়গায় বৃক্ষরোপণের বিষয়ে এ বিভাগের মতামত/সিদ্ধান্ত পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দিতে হবে।	উপসচিব টোল ও এক্সেল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) জুন-জুলাই বৃক্ষরোপনের উপযুক্ত সময় তাই এ সময়ে সারাদেশে প্রতিটা সড়ক বিভাগের আওতায় মহাসড়কসহ সওজ এর বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষরোপনের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, রোপিত গাছের পরিচর্যা ও পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গরুত্বারোপ করা হয়। (ঘ) মহাসড়কের রাইট অব ওয়ে নির্ধারণ এবং একটি নির্দিষ্ট ডিজাইন ও তথ্যসম্বলিত জিপিআরএস লোকেশনসহ স্থায়ী পিলার স্থাপনের কাজ জরুরিভিত্তিতে শুরু করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) জুন-জুলাই মাসে প্রতিটা সড়ক বিভাগের আওতায় মহাসড়কসহ সওজ এর বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষরোপনের কার্যক্রম শুরু করতে হবে এবং রোপিত গাছের পরিচর্যা ও পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) মহাসড়কের রাইট অব ওয়ে নির্ধারণ এবং একটি নির্দিষ্ট ডিজাইন ও তথ্যসম্বলিত জিপিআরএস লোকেশনসহ স্থায়ী পিলার স্থাপনের কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
৮.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত/রিকুইজিশনকৃত ও হস্তান্তরিত ভূমি/সম্পত্তি সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভূক্ত ও নামজারিকরণ সংক্রান্ত মে ২০২২ মাসের সকল সড়ক জোনের সমন্বিত তথ্য সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গিয়েছে। সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) মে'২০২২ পর্যন্ত নামজারির তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান মে ২০২২ মাসে ৪টি নামজারি হয়েছে। এ পর্যন্ত এলএ কেইসের ২০৯০ টিসহ মোট ৪২২৬ টি কেইসের নামজারি হয়েছে। তবে নামজারির সংখ্যা আনুপাতিক হারে কম হচ্ছে। নামজারির সংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ার বিষয়ে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান অনেক এলএ কেইসের গেজেট না হওয়ায় নামজারি করা যাচ্ছেনা। গেজেট ও নামজারির জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করা হচ্ছে। প্রতিটা সড়ক বিভাগের কতগুলো কেইস এসিল্যান্ড অফিসে নামজারির জন্য অপেক্ষমান রয়েছে তার তালিকা সংগ্রহপূর্বক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ এবং এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন মর্মে সভাপতি প্রধান প্রকৌশলী ও এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) জেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে হস্তান্তরকৃত এবং সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ড বা নামজারির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) প্রতিটা সড়ক বিভাগের কতগুলো কেইস এসিল্যান্ড অফিসে নামজারির জন্য অপেক্ষমান রয়েছে তার তালিকা সংগ্রহ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত আছে।	উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়
	ঢাকা জোন: সিনিয়র সহাকরী সচিব (এস্টেট) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী- (ক) গত ১০.০৫.২০২২ তারিখ হতে ১১.০৫.২০২২ তারিখ রংপুর সড়ক বিভাগাধীন (১) রংপুর-বড়বাড়ী-কুড়িগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের মডার্ন মোড় হতে রংপুর সাতমাথা এবং (২) রংপুর বাইপাস সড়ক মেডিকেল মোড় হতে মডার্ন মোড় পর্যন্ত (এন-৫) সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি হতে ৪৫১টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং ৬টি বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ড অপসারণ করা হয়। এতে করে ৮.৪৬ একর বা ৮৪৬.০০ শতাংশ ভূমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়। উক্ত ভূমির আনুমানিক বর্তমান বাজার মূল্য ২৭.৭০ কোটি টাকার কম/বেশী। (খ) গত ১৬.০৫.২০২২ তারিখ রাজশাহী জোনের আওতাধীন নাটোর সড়ক বিভাগাধীন হরিশপুর বাইপাস মোড় হতে বেলঘড়িয়া বাইপাস মোড় পর্যন্ত জাতীয় মহাসড়কের উভয় পার্শ্বস্থ সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি হতে ১৫১টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং ৩টি বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ড অপসারণ করা হয়। এতে করে ৪.৭২ একর বা ৪৭২.০০ শতাংশ ভূমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়। উক্ত ভূমির আনুমানিক বর্তমান বাজার মূল্য ১৭.২১ কোটি টাকার কম/বেশী। (গ) গত ১৮.০৫.২০২২ তারিখ জয়দেবপুর-মির্জাপুর- টাঙ্গাইল জাতীয় মহাসড়কের ২য় ও ৩য় কিলোমিটারে সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি হতে ১৮০টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং ২টি বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ড অপসারণ করা হয়। এতে করে ৩.৪৩ একর বা ৩৪৩ শতাংশ ভূমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়। উক্ত ভূমির আনুমানিক বর্তমান বাজার মূল্য ৪৫.৩৭ কোটি টাকার কম/বেশী। (ঘ) গত ২২.০৫.২০২২ তারিখ হতে ২৪.০৫.২০২২ তারিখ "সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২: এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের বগুড়ার মির্জাপুর হতে বনানী মোড় সড়কাংশে সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি হতে ৮১২টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং ৮টি বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ড অপসারণ করা হয়। এতে করে ১৪.৪০ একর বা ১৪৩০.০০ শতাংশ ভূমি অবৈধ দখল মুক্ত	অধিভুক্ত এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে এবং উদ্ধারকৃত জায়গা দখলে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ / অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	করা হয়। উক্ত ভূমির আনুমানিক বর্তমান বাজার মূল্য ২৮.২০ কোটি টাকার কম/বেশী। (ঙ) গত ২৯.০৫.২০২২ তারিখ হতে ৩০.০৫.২০২২ তারিখ "সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২: এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি হতে ৫২০টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং ৪টি বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ড অপসারণ করা হয়। এতে করে ৬.৬২ একর বা ৬৬২ শতাংশ ভূমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়। উক্ত ভূমির আনুমানিক বর্তমান বাজার মূল্য ১৯.৮০ কোটি টাকার কম/বেশী।		
	খুলনা জোন: খুলনা জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তার নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী (ক) গত ০৯.০৫.২০২২ তারিখ ঝিনাইদহ সড়ক বিভাগাধীন ঝিনাইদহ বাস টার্মিনাল-আরাপপুর ইন্টারসেকশন-আলহেরো বাস ষ্ট্যান্ড পর্যন্ত সড়কের ২(দুই) পার্শ্বে সওজ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে গড়ে ওঠা ৮০টি পাকা/আধাপাকা স্থাপনা অপসারণ করা হয়। এতে করে ৭.০৫ একর ভূমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়। উক্ত ভূমির বর্তমান বাজার মূল্য আনুমানিক ৪৫ কোটি টাকা। (খ) গত ১১.০৫.২০২২ তারিখ নড়াইল সড়ক বিভাগাধীন নড়াইল-ফুলতলা-জেলা মহাসড়কের প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গোবরা সেতুর এপ্রোচ সড়কের ২(দুই) পার্শ্বে সওজ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে গড়ে ওঠা ০৮টি পাকা/আধাপাকা স্থাপনা অপসারণ করা হয়। এতে করে ০.৭০ একর ভূমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়। উক্ত ভূমির বর্তমান বাজার মূল্য আনুমানিক ২ কোটি টাকা।	উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, চট্টগ্রাম জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তার পদ খালি রয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে এবং যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	অবৈধ দখলমুক্ত ভূমি দখলে রাখা: সওজ অধিদপ্তরের জায়গা অবৈধ দখলমুক্ত করার পর তা দখলে রাখা খুবই জরুরী মর্মে সভাপতি জানান। এজন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ কর্তৃক উদ্ধার হওয়া জায়গায় কাঁটা তারের বেড়া, খুঁটি বা পিলার, সাইন বোর্ড স্থাপনের জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, প্রয়োজনে অফিস/প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা সামাজিক বনায়ন করা যেতে পারে। এ প্রসংগে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, সড়ক দূর্ঘটনা এড়াতে বাজার এলাকায় মহাড়কের পাশে অবৈধ দোকান পাট উচ্ছেদ বা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাজার কমিটির প্রতিনিধিদের যুক্ত করে কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।	(ক) (১) উদ্ধার হওয়া জায়গায় কাঁটা তারের বেড়া, খুঁটি বা পিলার, সাইন বোর্ড স্থাপন করে দখলে রাখতে হবে। প্রয়োজনে উক্ত জায়গায় অফিস/প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন বা সামাজিক বনায়ন করতে হবে। (ক) (২) বাজার এলাকায় মহাড়কের পাশে অবৈধ দোকান পাট উচ্ছেদ বা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাজার কমিটির প্রতিনিধিদের যুক্ত করে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল
	অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, মার্চ ২০২২ মাসের তথ্য অনুযায়ী ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও গোপালগঞ্জ জোনের অধীন বিভিন্ন সড়ক বিভাগ হতে ২৩৯টি অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ করা হয়।	ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ফেস্টুন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে মহাসড়ক নির্বিঘ্ন রাখা: পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে যানবাহনে সধারণ মানুষের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করার জন্য মাহসড়কে প্রয়োজনীয় সংস্কার/মেরামত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয় এছাড়া, গরুর হাট যাতে মহাসড়কে দূর্ঘটনা ও যানজটের সৃষ্টি না করে এ বিষয়ে প্রতিটি সড়ক বিভাগকে সতর্ক থাকার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে যানবাহনে সাধারণ মানুষের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করার জন্য মহাসড়কে প্রয়োজনীয় সংস্কার/মেরামতের উদ্যোগ নিতে হবে। (খ) গরুর হাট যাতে মহাসড়কে দূর্ঘটনা ও যানজটের সৃষ্টি না করে এ বিষয়ে প্রতিটি সড়ক	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		বিভাগকে সতর্ক থাকতে হবে।	
	BRT বাস টার্মিনালের প্রস্তাবিত জায়গার রেকর্ড সংশোধন: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, এয়ারপোর্ট এলাকায় প্রস্তাবিত BRT বাস টার্মিনালের জায়গাটি বর্তমানে বাংলাদেশ রেলেওয়ের দখলে রয়েছে। জায়গাটি সওজ অধিপ্তরের হলেও সর্বশেষ রেকর্ড বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নামে হয়েছে। তাই জায়গাটি উদ্ধারের জন্য রেকর্ড সংশোধন করা প্রয়োজন। সওজ অধিদপ্তরকে এ বিষয়ে রেকর্ড সংশোধনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।	এয়ারপোর্ট এলাকায় প্রস্তাবিত BRT বাস টার্মিনালের জায়গাটি উদ্ধারের জন্য রেকর্ড সংশোধনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ
	BRT প্রকল্পের আওতায় নির্মিত টঙ্গী সেতু ও টঙ্গী ফ্লাইওভার চালু ও যানজট নিরসন: উপসচিব (বিআরটি) জানান, ঈদুল আযহার পূর্বেই BRT প্রকল্পের আওতায় এয়ারপোর্ট – চৌরাস্তা মাহসড়কের নির্মিত টঙ্গী সেতু ও টঙ্গী ফ্লাইওভারের একটি অংশ (গাজীপুর মুখী ২ লেন) খুলে দেয়া হবে। ফলে সেতু ও ফ্লাইওভারের দুপ্রান্তে ও ফ্লাইওভারের নিচে যানজট সৃষ্টির সমূহ সম্ভবনা রয়েছে। তাই ঈদুল আযহার সময় যাতে উক্ত স্থানে যানজট সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালককে প্রয়োজনীয় সকল ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	উদ্বোধনের পর টঙ্গী সেতু ও টঙ্গী ফ্লাইওভারের দুপ্রান্তে ও ফ্লাইওভারের নিচে যাতে কোনো ধরণের যানজট সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা-বিআরটি/প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা-বিআরটি
৯.	**মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:** **বিআরটিএ** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) ও অন্যান্য জাতীয় মহাসড়কে অবৈধ মোটরযান চলাচল বন্ধে মে/২০২২ মাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ১৬টি মামলায় ২৯,৫০০ টাকা (উনত্রিশ হাজার পাঁচশত) জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও, এছাড়াও, সারাদেশে বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট কর্তৃক ৮৪৯টি মামলার মাধ্যমে ২১,২২,৮০০.০০ (একুশ লক্ষ বাইশ হাজার আটশত) টাকা জরিমানা আদায়সহ ০৮(আট)টি গাড়ি ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ এবং ০৫(পাঁচ) জনকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। ৭ জন ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে প্রয়োজনীয় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা সম্ভব হয়না। জেলা পর্যায়ে বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। বিআরটিএ এবং জেলা প্রশাসন এর উদ্যোগে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের তথ্য প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের জন্যও সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) বিআরটিএ কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) ও অন্যান্য জাতীয় মহাসড়কে অবৈধ মোটরযান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) জেলা পর্যায়ে বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং জেলাপ্রশাসন এর উদ্যোগে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের তথ্য প্রতি মাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
১০	**বিআরটিসি বাসের সেবাদান কার্যক্রম মনিটরিং:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট এবং মন্ত্রণালয়ের ভিজিলেন্স টিম সমন্বিতভাবে বিআরটিসি বাসের সেবাদান কার্যক্রম মনিটরিং করেন। বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট কর্তৃক বিআরটিসি বাসে অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। মে/২০২২ মাসে ০৫টি বিআরটিসি বাসে(ঢাকা মেট্রো-ব-১৫-৫৭৩২, ঢাকা মেট্রো-ব-১১-৫৩৭৮, ঢাকা মেট্রো-ব-১১-৬৫৪২, ঢাকা মেট্রো-ব-১৫-৫০৯৭, ঢাকা মেট্রো-ব-১১-৬০৮০) ০৫টি মামলায় ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়েছে। মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বিআরটিসি বাসের সেবাদান কার্যক্রম মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
১১.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** **Grievance Redress System (GRS) :** অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা জানান, অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা জানান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ৪২টি এবং এ বিভাগের অনলাইনের মাধ্যমে ১৫টি অভিযোগ/মতামত পাওয়া গেছে। উল্লিখিত ৫৭টি অভিযোগের মধ্যে ৪৩টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৪টি অভিযোগ/মতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখার জন্য সভাপতি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং দপ্তর/সংসথা প্রধানদের পরামর্শ প্রদান করেন।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত অভিযোগ গুরুত্বের সাথে নিষ্পত্তি করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	Public Service Innovation: উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান- (ক) মোবাইল এ্যাপস 'আমাদের বিআরটিসি' কুড়িল-গাউসিয়া ও ঢাকা-নারয়ণগঞ্জ ২টি রুটে কার্যকর রয়েছে। সাধারণ মানুষের মাঝে এ্যাপ্স ব্যবহারের বিষয়টি জনপ্রিয় করার জন্য ব্যপক প্রচার প্রচারণা করার জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) (১) ২টি রুটে পরিচালিত 'আমাদের বিআরটিসি' সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচার প্রচারণার উদ্যোগ নিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/চেয়ার ম্যান, বিআরটিসি/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ডাটা মাইগ্রেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ডাটা মাইগ্রেশনপূর্বক সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের কাজ শেষ করে যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের কাজ শুরু করা হবে।	(খ) যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের কাজ শুরুর বিষয়ে আগামী সভায় সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি অবহিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(গ) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, "ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র সেবা অনলাইনকরণ' বিষয়ে প্রস্তুতকৃত টিভিসি ইতোমধ্যে বিটিভিতে প্রাচরিত হয়েছে। প্রচারণা অব্যাহত আছে।	(গ) ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার বিষয়ে প্রচারনা অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(ঘ) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, দপ্তর/সংস্থা ইনোভেশন, সেবা সহজীকরণ ও সেবা ডিজিটালাইজেশন তিনটি বিষয় আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সবাই সম্পন্ন করেছেন। বাস্তবায়নাধীন আইডিয়াসমূহের বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিত্বে শীঘ্রই একটি সভা করা হবে।	(ঘ) এ বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের বাস্তবায়নাধীন আইডিয়াসমূহের ওপর অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিত্বে সভা করতে হবে।	
	(ঙ) ইনোভেশন আইডিয়া সংক্রান্ত প্রকাশনা প্রনয়নের লক্ষ্যে তথ্যাদি প্রেরণের জন্য দপ্তর/সংস্থায় পত্র প্রেরণ করা হয়। বিআরটিএ হতে চাহিত তথ্যাদি পাওয়া গিয়েছে। অন্যান্য সংস্থা হতে চাহিত তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। সওজ অধিদপ্তর, ডিটিসিএ, বিআরটিসি হতে তথ্যাদি প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। চীফ ইনোভেশন অফিসারকে তথ্যাদি সমন্বয় করার জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	(ঙ) ইনোভেশন আইডিয়া সংক্রান্ত প্রকাশনা প্রণয়নের লক্ষ্যে দপ্তর/সংস্থা হতে তথ্যাদি প্রেরণ করতে হবে এবং প্রাপ্ত তথ্যাদি চীফ ইনোভেশন অফিসার সমন্বয় করবেন।	চীফ ইনোভেশন অফিসার/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, ই-নথির কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষ্যে যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১০/০৫/২০২২ তারিখে এ বিভাগের প্রশাসনিক/ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের নিয়ে পর্যালোচনা সভা করা হয়। দপ্তর/সংস্থার মাঠ পর্যায়ে ই-নথির কার্যক্রম চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণকে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে। এ বিভাগের প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তাগণকে গত ২৬/০৫/২০২২ তারিখে ই-নথির রিফ্রেসার ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে। এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার ই-ফাইল কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে হাতে কলমে প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট ও সংস্থা প্রধানদের সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	ই-নথির কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে হাতে কলমে প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/দপ্তর/ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
১২.	**বিবিধ:** **ক. ডিও পত্রের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ:** সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কিত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্যদের নিকট হতে প্রাপ্ত ডি.ও পত্রের আলোকে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সভাপতি ডি.ও পত্রগুলো বিশেষ গুরুত্বের সাথে দেখার জন্য এবং গৃহীত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিবকে পত্রের অনুলিপির মাধ্যমে অবহিত করার জন্য সভপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	বিশেষ গুরুত্বের সাথে ডি.ও পত্রের ওপর মন্ত্রণালয় হতে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং গৃহীত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিবকে পত্রের অনুলিপির মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/ পরিকল্পনা)
	খ. মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালুকরণ: উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, (১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়কে (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) টোল হার নির্ধারণ বিষয়ে ০৭.০৬.২০২২ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে হয়েছে। টোল হার নির্ধারণ সংক্রান্ত সকল কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। (২) মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল আদায়ের জন্য সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।	(১) টোল হার নির্ধারণ বিষয়ে সকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (২) মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল আদায়ের জন্য সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগ কার্যক্রম	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(৩) সাসেক-১ এ টোল প্লাজা নির্মাণের প্রাক্কলন প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য শীঘ্রই পত্র প্রেরণ করবে। (৪) নির্মাণাধীন বিশ্রামাগারের সেবার হার অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণের নিমিত্ত তুলনামূলক বিবরণীসহ প্রতিবেদন সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবটি নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। (৪) (২) সওজ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান, সওজ অধিদপ্তর হতে জানানো হয়েছে, কুমিল্লা ও পাবনাতে নির্মিত বিশ্রামাগার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার লক্ষ্যে সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের জন্য QCBS পদ্ধতি অনুসারে দরপত্র আহবানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। (৫) টোল কালেকশনের বর্তমান পদ্ধতি Review করে নতুন করে ইজারা পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়ার বিষয়ে সভাপতি সভায় গুরুত্বারোপ করেন।	ত্বরান্বিত করতে হবে। (৩) সাসেক-১ এ টোল প্লাজা নির্মাণের প্রাক্কলন প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। (৪) (১) বিশ্রামাগারের সেবার হার নির্ধারণ বিষয়ে তুলনামূলক বিবরণীসহ প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (৪) (২) কার্যক্রম সম্পন্ন করে দ্রুত QCBS পদ্ধতি অনুসারে দপরপত্র আহবান করতে হবে। (৫) টোল কালেকশনের বর্তমান পদ্ধতি Review করে নতুন করে ইজারা পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	গ. অধীনস্থ সংস্থাসমূহের আইটি অডিট উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, টোল ও এক্সেল শাখা হতে জানানো হয়েছে, রূপসা সেতুর টোল প্লাজায় আইটি অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কম্পিউটার কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	রূপসা সেতুর টোল প্লাজায় আইটি অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কম্পিউটার কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	ঘ. ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে এর নাম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নামকরণঃ সওজ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান, ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে নামের পরিবর্তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক নাম ব্যবহার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ঢাকা জোন কর্তৃক মহাসড়কটির শুরু ও শেষসহ বিভিন্ন অংশে পরিবর্তিত নাম সম্বলিত Dispaly Board এবং Sign Board স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পূর্বেই পরিবর্তিত নাম সম্বলিত Dispaly Board এবং Sign Board স্থাপনসহ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য প্রধান প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পূর্বেই ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে নামের পরিবর্তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক নাম সম্বলিত Dispaly Board এবং Sign Board স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর
	ঙ. <u>Unified টোল কালেকশন সিস্টেম (Uniform Method) বাস্তবায়ন:</u> সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট জানান, Unified Toll Collection & Management System of RHD এর Software পাইলটিং সম্পর্কিত সভায় জুম প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে গত ০৪.০৬.২০২২ তারিখে মাঠপর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, নাটোর/নারায়ণগঞ্জ/নরসিংদী/পাবনা/চট্রগ্রাম/নওগাঁ/পটুয়াখালী সড়ক বিভাগ এবং উল্লিখিত কমিটির কর্মকর্তাগণ সকলেই টোল প্লাজাগুলোতে বিদ্যমান হার্ডওয়্যার এর সর্বোচ্চ ব্যবহার করার জন্য সম্মত হয়েছেন। চুক্তি অনুযায়ী, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার এর তালিকা এবং বাস্তবে কি অবস্থায় আছে তার একটি তালিকা সওজ কর্তৃক এ বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। উক্ত তালিকা ও চুক্তিনামা পর্যালোচনা পূর্বক টোল প্লাজা ভিজিট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। Unified Toll কালেকশনের ক্ষেত্রে ইজারাদার Hardware সরবরাহ করবে মর্মে সভাপতি পরামর্শ দেন।	(১) টোল প্লাজাগুলো ভিজিট সম্পন্ন করে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার স্থাপনের কাজ শুরু করতে হবে। (২) Unified Toll কালেকশনের ক্ষেত্রে ইজারাদার কর্তৃক Hardware সরবরাহের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	চ. ডিটিসিএ ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত: সওজ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান, ডিটিসিএ ভবনের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করে নির্দিষ্ট সংখ্যক ফ্লোর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডিটিসিএ-কে বুঝিয়ে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	আগামী জুন'২২ এর মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ফ্লোর ডিটিসিএ-কে বুঝিয়ে দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ
	ছ. ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রকল্পের দীর্ঘসূত্রতা কমানোর জন্য সেল গঠন: বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন কাজের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণে কোন জেলায় কি ধরণের সমস্যা হচ্ছে তার তালিকা প্রণয়ন করে এ বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে সভাপতি পরামর্শ দেন। এছাড়াও প্রকল্পের দীর্ঘসূত্রিতা কমানোর জন্য সওজ অধিদপ্তরে একটি আলাদা সেল গঠনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) ভূমি অধিগ্রহণে কোন জেলায় কি ধরণের সমস্যা হচ্ছে তার তালিকা প্রণয়ন করে আগামী ১৫ জুলাই ২০২২ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (২) প্রকল্পের দীর্ঘসূত্রিতা কমানোর জন্য সেল গঠন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	জ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ:		
	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ: যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, এ বিভাগের ২৩৯টি পদের মধ্যে ৫৩টি (১ম শ্রেণির ২৭টি, ২য় শ্রেণির ১০টি, ৩য় শ্রেণির ১০টি ও ৪র্থ শ্রেণির ০৬টি) শূন্যপদ রয়েছে। ১ম শ্রেণির সহকারী প্রোগ্রামার এর ১টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য এবং ১টি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য গত ২৮.১২.২০২০ ও ২০.০১.২০২১ তারিখে বিপিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং ০১টি পদ পদোন্নতি কোটায় পূরণযোগ্য বিধায় পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়ার পর পূরণ করা হবে। ২য় শ্রেণির ১০টি শূন্য পদের মধ্যে সরাসরি কোটার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে ০৪টি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বিপিএসসি'তে গত ০২.০৯.২০১৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ০৪টি পদে বিপিএসসি হতে অদ্যাবধি সুপারিশ না পাওয়ায় গত ২২.১২.২০২০ ও ১৪.০৩.২০২২ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পদোন্নতি কোটার প্রশাসনিক কর্মকর্তার ০৪টি পদ পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়ার পর পূরণ করা হবে। এছাড়া প্রশাসনিক কর্মকর্তা ০১টি ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ০১টি মোট ০২টি পদ সংরক্ষিত আছে। ৩য় শ্রেণির শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে এ বিভাগ কর্তৃক নিয়োগের সকল কার্যক্রম সম্পন্নের পর চূড়ান্তভাবে সুপারিশকৃত ১৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৩ জন প্রার্থী গত ১৫.১২.২০২১ তারিখে যোগদান করে। ০১টি পদ সংরক্ষণ ও সুপারিশকৃত ০১ জন প্রার্থী যোগদান না করায় এবং উক্ত নিয়োগ চলাকালীন/নিয়োগ সম্পন্নের পর পদোন্নতি, মৃত্যুজনিত কারণে সরাসরি/পদোন্নতি কোটার মোট ১০টি পদ শূন্য হয়। চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ বিভাগে নিয়োগ সম্পন্ন করায় ভবিষ্যতে সরাসরি নিয়োগ/পদোন্নতির মাধ্যমে উক্ত শূন্য পদসমূহ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ৪র্থ শ্রেণির শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে এ বিভাগ কর্তৃক নিয়োগের সকল কার্যক্রম সম্পন্নের পর চূড়ান্তভাবে সুপারিশকৃত ১৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১ জন প্রার্থী গত ১৫.১২.২০২১ তারিখে যোগদান করে। ০১টি পদ সংরক্ষণ ও সুপারিশকৃত ০৩ জন প্রার্থী যোগদান না করায়, কর্মরত ০১ জন অফিস সহায়ক বিভাগীয় প্রার্থী হিসেবে অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে নিয়োগ পাওয়ায় ৫টি পদ শূন্য হয়। এছাড়া, ক্যাশ সরকারের ১টি পদ শূন্য রয়েছে। সে হিসেবে ৪র্থ শ্রেণির মোট ৬টি পদ শূন্য রয়েছে। বর্তমানে ৪র্থ শ্রেণির আরও ০৭টি পদ সৃজনের কার্যক্রম চলমান থাকায় এবং চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ বিভাগে নিয়োগ সম্পন্ন করায় ভবিষ্যতে সরাসরি নিয়োগ/পদোন্নতির মাধ্যমে উক্ত শূন্য পদসমূহ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে	সরাসরি ও পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদ পূরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
	ডিটিসিএ: ডিটিসিএ'র ২১২টি পদের মধ্যে ১০৯টি পদ শূন্য রয়েছে। অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক (পলিসি অ্যান্ড প্ল্যানিং), ট্রেনিং এ্যাডভাইজার, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট পদে প্রেষণে কর্মকর্তা পদায়নের জন্য ডিটিসিএ'র প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় হতে ১৪.০২.২০২২ তারিখে এবং ট্রেনিং এ্যাডভাইজার পদে প্রেষণে কর্মকর্তা পদায়নের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় হতে ২০.০২.২০২২ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। শূন্য পদের মধ্যে প্রেষণযোগ্য ৪র্থ ও ৫ম গ্রেডভুক্ত (৩+৬) ৯টি পদে প্রেষণে কর্মকর্তা পদায়নের জন্য ডিটিসিএ'র গত ২৪.০১.২০২২ তারিখের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় হতে গত ২০.০২.২০২২ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। উপপরিচালক এর ২টি পদের মধ্যে ১টি, ম্যাস ট্রানজিট ইঞ্জিনিয়ার এবং ম্যাস ট্রানজিট প্ল্যানার পদে মোট ৩ জন কর্মকর্তা প্রেষণে পদায়ন করা হয়। ইতোমধ্যে ম্যাস ট্রানজিট ইঞ্জিনিয়ার এবং উপপরিচালক কে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। ৫ম হতে ৯ম গ্রেডভুক্ত ১৮টি বিভিন্ন পদে মোট ১৮ জন কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগামী ২৪.০৬.২০২২ তারিখে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আউটসোর্সিং পদ্ধতির মাধ্যমে সৃজিত ২০টি অফিস সহায়ক পদের মধ্যে মামলায় অন্তর্ভুক্ত ৭টি অফিস সহায়ক পদ ব্যতীত ১৩টি অফিস সহায়ক পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনের সম্মতি গ্রহণের লক্ষ্যে নির্ধারিত চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রস্তাব গত ২১.০১.২০১৫ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হলে ৮টি পদের সম্মতি প্রদান করে। অর্থ বিভাগের শর্তানুসারে অফিস সহায়ক ৮টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজনের লক্ষ্যে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সদয় বিবেচনা ও সুপারিশ গ্রহণের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত সার-সংক্ষেপ গত ০৪.০১.২০২২ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, অর্থ বিভাগের সম্মতি হতে বাদ পড়া ৫টি পদ রাজস্বখাতে সৃজনের পুন:প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে পুনরায় অসম্মতি জ্ঞাপন করেছে। নির্বাহী পরিচালক সভাকে জানান, ডিটিসিএ'র গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে জনবল না থাকায় স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। প্রেষণে পূরণযোগ্য পদগুলোতে দ্রুত কর্মকর্তা পদায়ন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে এ বিভাগ হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগপূর্বক সচিব মহোদয় কর্তৃক ডি.ও পত্র প্রেরণ করা হলে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।	প্রেষণে পদায়নযোগ্য ডিটিসিএ'র গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো পূরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং সচিব মহোদয় কর্তৃক জনপ্রশাসন সচিব বরাবর ডি.ও পত্র প্রেরণের উদ্যোগ নিতে হবে।।	অতিরিক্তসচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	বিআরটিসি: ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে ২৪৬১টি শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণির ৪৭টি শূণ্য পদের মধ্যে নিয়োগযোগ্য ০৪টি পদের বিপরীতে ০২টি (ক্রয় কর্মকর্তা, জনসংযোগ কর্মকর্তা) পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ২৯/০৫/২০২২ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অবশিষ্ট নিয়োগযোগ্য ০২টি পদে কর্পোরেশনের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ৪১টি শূণ্য পদের মধ্যে নিয়োগযোগ্য ১৩টি পদের বিপরীতে ০৬টি (সহকারী প্রশাসনিক কমকর্তা,	নিয়োগের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল-বৈদ্যুতিক) পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ২৯/০৫/২০২২ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির প্রকাশ করা হয়েছে। অবশিষ্ট নিয়োগযোগ্য ০৭টি পদে কর্পোরেশনের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ২৩৭৩টি শূণ্য পদের মধ্যে নিয়োগযোগ্য ১২০১টি পদের বিপরীতে ২০০টি (কন্ডাক্টর-ডি/কাউন্টারম্যান) পদে নিয়োগের লক্ষ্যে ১৩/০১/২০২২ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এবং ২৯/০৫/২০২২ তারিখে ১০টি ক্যাটাগরিতে ৮৭টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অবশিষ্ট নিয়োগযোগ্য ৯০৬টি পদে কর্পোরেশনের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।		
	বিআরটিএ: ৯১৬টি পদের মধ্যে ১১২টি পদ শূন্য রয়েছে। পদোন্নতি কোটায় রেভিনিউ কর্মকর্তার ০১(এক)টি ও সহকারী পরিচালক (সাধারণ) এর ১০(দশ)টি এবং সহকারী পরিচালক (ইঞ্জি:) এর ০৬(ছয়)টি পদ পূরণের নিমিত্ত যথাক্রমে গত ২২.০৩.২০২২ ও ২৩.০৩.২০২২ তারিখ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিআরটিএ শাখা হতে জানানো হয়েছে, রাজস্ব কর্মকর্তা-১টি ও সহকারী পরিচালক (সাধারণ) এর ১০টি পদ পূরণের প্রস্তাব গত ১৯.০৫.২০২২ তারিখে এবং সহকারী পরিচালক (ইঞ্জি:) এর ০৬(ছয়)টি শূন্য পদ পূরণের প্রস্তাব ৩১.০৫.২০২২ তারিখে পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। উপপরিচালক (ইঞ্জি:) ৭টি, উপপরিচালক (অপারিশন) ১টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। ১ম শ্রেণীর উপপরিচালক (আইন) এর ০১টি, সহকারী পরিচালক (ইঞ্জি:) এর ৪টি, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার এর ১টি পদ এবং ২য় শ্রেণীর মোটরযান পরিদর্শক এর ১০টি শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগের নিমিত্ত বিআরটিএ'র প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সুপারিশের জন্য মন্ত্রণালয় হতে গত ০৭.০৪.২০২২ তারিখে পিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ২২টি শূন্য পদে নিয়োগের নিমিত্ত ২৪ ও ২৫ জুন এবং ০১ জুলাই ২০২২ তারিখে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে।	সরাসরি ও পদোন্নতিযোগ্য পদগুলো পূরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	সওজ অধিদপ্তর: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৪৩১টি পদের মধ্যে ৪৭৭৭টি শূন্য পদ রয়েছে। ১ম শ্রেণির শূন্য ১৭৮টি পদের মধ্যে ৪০তম বিসিএস এর মাধ্যমে ৯ম গ্রেডভুক্ত সরাসরি নিয়োগযোগ্য সহকারী প্রকৌশলী এর ১৮টি শূন্য পদ পূরণের নিমিত্তে পিএসসি কর্তৃক চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে (সিভিল-৩ ও যান্ত্রিক-১৫)। ৪১তম, ৪৩তম ও ৪৪তম বিসিএস এর মাধ্যমে মোট ৬২জন ৯ম গ্রেডভুক্ত সহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) হতে সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) পদে ৪ জনের পদোন্নতির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। ২য় শ্রেণির ২৬২টি পদের মধ্যে পিএসসি'র মাধ্যমে সুপারিশপ্রাপ্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) এর ৮১টি পদে প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে এবং পুলিশ কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) এর ১১টি পদ পূরণের জন্য পিএসসি-তে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। রীট মামলা থাকায় পদোন্নতি কোটায় কিছু সংখ্যক পদ শূন্য রয়েছে। ৩য় শ্রেণির ২৭৮৯টি পদের মধ্যে কার্যসহকারী এর ১৭৪টি পদে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান। গবেষণা সহকারী এর ০১টি পূরণের কার্যক্রমের নিমিত্তে পুলিশ কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আরবরিকালচার সেকশনাল অফিসার এর ০১টি পদ পূরণের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। সার্ভেয়ার এর ২৭টি পদে এবং ইলেকট্রিশিয়ান এর ৩২টি পদে নিয়োগের নিমিত্তে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। নিয়োগপত্র জারির নিমিত্ত পরবর্তী কার্যক্রম চলমান। সিনিয়র একাউন্টস ক্লার্ক এর ৬৫টি পদ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। ৩য় শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য পদসমূহে রীট মামলা থাকায় নিয়োগ প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য ছাড়পত্র পাওয়া যাচ্ছে না। ৪র্থ শ্রেণির ১৫৪৮ টি পদের মধ্যে সড়ক শ্রমিক-১০৬টি পদের মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। অফিস সহায়ক এর ৬৬টি পদে লিখিত পরীক্ষা পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান। এছাড়া, অন্যান্য পদসমূহে রীট মামলা থাকায় নিয়োগ প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য ছাড়পত্র গ্রহণ করা যাচ্ছে না।	নিয়োগ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) এর ৮১টি পদে প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পুলিশ কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর
	জ. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। ইতোমধ্যে সওজ এর ২টি নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে।		

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বাস্তবায়ন অগ্রগতি: সহকারী সচিব, বিআরটিএ জানান, থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২২ এর খসড়ার ওপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে প্রস্তুতকৃত খসড়ার ওপর ১৩.০৩.২০২২ তারিখ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিআরটিএ কর্তৃক পরিমার্জন ও সংশোধন করা হয়েছে। নীতিমালাটি পর্যালোচনা করা হচ্ছে।	নীতিমালাটি পর্যালোচনাপূর্বক খসড়া চূড়ান্ত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ২: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা) জানান, পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ২৭/০১/২০২২ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। আগামী ২১.০৬.২০২২ তারিখে একনেক সভায় উত্থাপনের জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে।	একনেক সভায় উত্থাপনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)
	নির্দেশনা ৩: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্রগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান- ক. চট্রগ্রাম - কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নয়নের লক্ষ্যে স্টাডি সম্পাদনের জন্য বুয়েটের সাথে যোগযোগ রাখা হচ্ছে এবং সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধির জন্য ডিপিপি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি জানান পিপিপি পদ্ধতি সময় সাপেক্ষ। তাই পিপিপি, বৈদেশিক ঋণ অথবা জিওবি অর্থায়নে কিভাবে করা যায় এ বিষয়ে একটি concept note প্রস্তুত করে মন্ত্রী মহোদয়কে দেখানো প্রয়োজন। তাই প্রধান প্রকৌশলীকে দ্রুত একটি concept note প্রস্তুত করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। খ. ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজ ১২টি প্যাকেজের মাধ্যমে করা হবে। ১২টি প্যাকেজের টেন্ডার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২টি প্যাকেজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান আছে।	ক. চট্রগ্রাম - কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নয়নের লক্ষ্যে পিপিপি, বৈদেশিক ঋণ অথবা জিওবি অর্থায়নের বিষয়ে একটি concept note প্রস্তুত করে মন্ত্রী মহোদয়কে দেখাতে হবে। খ. ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প কাজের ১২টি প্যাকেজের টেন্ডার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/পরিকল্পন)
	নির্দেশনা ৪: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত অ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল ব্রিজে এ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, সওজ অধিদপ্তর হতে জানানো হয়েছে, অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করা এবং ETC ব্যবহারে প্রণোদনা দেয়ার বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, ETC ব্যবহারে ০১ জুন ২০২২ থেকে ১০% প্রনোদনা দেয়ার বিষয়টি টিভি স্ক্রলে প্রচারের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ETC ব্যবহারের সকল গেট সবসময় খোলা রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং ETC ব্যবহারের সুফলের বিষয়টি মোবাইল sms'র মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন।	অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) ব্যবহারের সকল গেট সবসময় খোলা রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং ETC ব্যবহারের সুফলের বিষয়টি মোবাইল sms'র মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	<u>বিআরটিএ:</u> **নির্দেশনা ৫:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে ০১.০৭.২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ৩১ মে ২০২২ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৫টি প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ১৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ হতে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিষ্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছে। নীতিমালা অনুসরণ করে রাইডশেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ্য ৩১ মে'২২ তারিখ পর্যন্ত ১৪টি	নীতিমালা অনুসরণ করে রাইড শেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট মোট ২৮,৬৯৬(আটাশ হাজার ছয়শত ছিয়ানব্বই)টি রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।		
	নির্দেশনা ৬: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন বিধি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে ক্রম ৬(ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাই পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন নেই।	ক্রম ৬ (ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/এস্টেট) /চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)
	<u>ডিটিসিএ</u> **নির্দেশনা ৭:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার জন্য কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র পরিচালনা পর্ষদে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২১ এর চূড়ান্ত করার নিমিত্ত গত ১০/০৪/২০২২ তারিখে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গত ১৯.০৪.২০২২ তারিখে স্টেক হোল্ডারদের মতামতের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। গত ২৫.০৫.২০২২ তারিখে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে কো-অপ্ট করার জন্য বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ সমন্বয় আইন, ২০২২ এর দ্রুত প্রণয়নের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন এবং পরবর্তী বোর্ড সভায় উক্ত ২ জন মাননীয় মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সভাপতি নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএকে অনুরোধ জানান।	বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ সমন্বয় আইন, ২০২২ দ্রুত প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং আগামী বোর্ড সভায় মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	<u>**বিবিধ নির্দেশনা:**</u> **সওজ অধিদপ্তর** • সড়ক-মহাসড়কের স্থায়িত্ব রক্ষায় যানবাহনের ওজনসীমা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ২৮টি এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনের চলমান কাজ এগিয়ে নিতে হবে। • চলমান প্রকল্পগুলোর কাজ দ্রুত শেষ করা। • সড়ক নির্মাণ কাজের গুণগত মানের সুরক্ষা এবং সরকারি অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা। • কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভের শুরুতে ০২ কিলোমিটার মিসিং লিংক নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে। মেরিন ড্রাইভ সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে নিতে হবে। • বান্দরবানের এবং রাঙ্গামাটি-চিম্বুক সড়কের বেইলি সেতু কনক্রিট সেতুতে রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। • কালনা সেতু, ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু, বিকুটিয়া সেতু, এমআরটি রুট-৬ এর কাজ শেষ প্রান্তে। কাজ শেষ করে উদ্বোধনের উদ্যোগ নিতে হবে। • ভিন্ন কোনো উৎস কিংবা প্রয়োজনে নিজস্ব অর্থায়নে হলেও খুলনার ঝপঝপিয়া সেতু নির্মাণ করতে হবে। • খুলনা-মোংলা-যশোর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতি করা খুবই জরুরি। এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। • ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দুপাশে দুটি সার্ভিস লেন নির্মাণের উদ্যোগ জরুরি ভিত্তিতে নিতে হবে। ভবিষ্যতে প্রস্তাবিত এক্সপ্রেসওয়ে এট-গ্রেডে হবে নাকি ইলিভেটেড হবে এ বিষয়ে ভেবিচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। • ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দীর্ঘ হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পের কাজ শুরু হতে বিলম্ব হয়। এজন্য মন্ত্রণালয় থেকে নজরদারি এবং সমন্বয় বাড়াতে হবে। **বিআরটিএ:** • ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান বিষয়ক জটিলতা নিরসন এবং এ কার্যক্রম জোরদার করা; • সড়কে নিরাপত্তা এবং পরিবহনে শৃঙ্খলা জোরদার করা। • হাইওয়ে পুলিশের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা। ২৪টি জাতীয় মহাসড়কে সিএনজি অটোরিক্সাসহ নন-মটরাইজড যানবাহন চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত করতে মনিটরিং জোরদার করা। • বিআরটিএ-র প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। সেখানে সেবা গ্রহীতাদের এখনও ভোগান্তি আছে। আছে সর্ষের মধ্যে ভূত। কিছু সেবা অনলাইনে পাচ্ছে জনগণ, অন্যান্য সেবাগুলোও অনলাইন বা প্রযুক্তি নির্ভর করতে হবে।	প্রদত্ত নির্দেশনার বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (সওজ)/ চেয়ারম্যান বিআরটিএ/ নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল/ ঢাকা-বিআরটি)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ডিটিসিএ: • ডিটিসিএ-র বাস রুট রেশনালাইজেশন কার্যক্রম যেভাবে হোক আমাদের সফল করতে হবে। পাইলটিং পর্যায়ে যেসব সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে তা সমাধান করে এ কার্যক্রমের পরিধি বাড়াতে হবে। **ডিএমটিসিএল:** • মেট্রো রুট-৬ এর কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। যে সকল সমস্যা রয়েছে সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। **ঢাকা বিআরটি:** • বিআরটি প্রকল্পের ইতিমধ্যে দৃশ্যমান অগ্রগতি আছে তবুও এ প্রকল্পে সমন্বয় জোরদার করে নির্মানকালে জনভোগান্তি কমাতে হবে। প্রবল বৃষ্টিতে যেন পানিজমে ভোগান্তি সৃষ্টি না হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। সভাপতি উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টগণকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের পরামর্শ দেন।		

০৩। আলোচ্যসূচিতে আর কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

(স্বাক্ষরিত)
১২.০৬.২০২২
এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০৩.২০-২৫০

তারিখঃ ১২ আষাঢ় ১৪২৯
২৬ জুন ২০২২

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়/ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৮. সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

26/6/2022
(নীলিমা আফরোজ)
উপসচিব
☏২২৩৩৮০৯৬৬
E-mail: dstraco@rthd.gov.bd